দ্বিতীয় অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকনাটক

লোকনাটকের জন্ম ইতিহাস মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সহযাত্রী। রহস্যময় মানুষের পরিচয় কোন কালে শেষ হবেনা। এই রহস্যময় মানুষ আপন খেয়ালে তাঁর নানা সৃষ্টির তরঙ্গে তরঙ্গে জীবনের নিশ্চিতি খুঁজছে, আর যখনই অবসর পেয়েছে তখনই সৃষ্টি করেছে আনন্দঘন শিল্পধারা, নিজেকে করে তুলেছে সংস্কৃতিবান। এই সংস্কৃতিবান মানুষের শিল্পধারায় সৃষ্টি হয়েছে সংগীত, নৃত্য, চিত্র, ভাস্কর্য, নাটক ইত্যাদি। ব্যাপক মানুষের হার্দ্য রসে সিঞ্চিত সৃষ্টি লোকনাটক। উত্তরবঙ্গের লোকনাটক এখনও বাংলার অন্য অঞ্চল থেকে অনেক বেশী মৌলিক স্তরে অবস্থান করছে। এই অঞ্চলের লোকনাটক এখনও জীবন্ত গণমাধ্যম। আনন্দদান, সমাজ-সমালোচনা, লোকশিক্ষা, লোকসংগীত প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই লোকনাটকের সরব উপস্থিতি রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জনজীবনকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে গেলে উত্তরবঙ্গের লোকনাটকের সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ একান্ত ভাবে প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক কারণে যে সকল স্থানের নদীর গতিপথের ঘন ঘন পরিবর্তন হয়ে থাকে সে সকল স্থানের শতাব্দী-প্রাচীন জনবসতির স্থায়িত্ব আশা করা যায়না। উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক প্রকাশ ঘটেছে অসংখ্য নদী নালায় ঘেরা বিস্তীর্ণ বনভূমি ও পার্বত্য পাদদেশ নিয়ে। এই অঞ্চলে যাঁরা দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছে কোচবিহারের কোচরাজবংশ। তাঁদের রাজধানীর স্থিতাবস্থা মাত্র একশ বছরের কিছু বেশী সময়ের। মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, বহু রাজত্বের ধ্বংসাবশেষ সেখানে রয়েছে। রাজারা যুদ্ধ বিগ্রহে ব্যস্ত থাকলে প্রজারা কখনই শান্তিতে থাকতে পারেনা। কিন্তু শান্ত ও সংহত পরিবেশেই গড়ে ওঠে কৃষ্টি-সংস্কৃতি। উত্তরবঙ্গের জনসমষ্টির সংহতরূপ দীর্ঘদিনের নয় বলেই বলা যায়। ঐতিহাসিক নানা কারণে এক সময়ে উত্তরবঙ্গ প্রাচীন জনপদরূপে চিহ্নিত হয়েছিল, কিন্তু গৌড় সাম্রাজ্যের পতন ও ধ্বংসের পর এই অঞ্চল বৃহত্তর বঙ্গ ও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, ইংরাজ রাজত্বকালে এই বিচ্ছিন্নতা বিদূরিত হয়ে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায়।

দেশীয় সামন্ততন্ত্র, পরে ইংরেজ ধনতন্ত্র, আধা সামন্ততান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে উত্তরবঙ্গের লোকায়ত সমাজকে অশিক্ষা, অবিদ্যা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছিল। সেই জন্য এখানকার গ্রামীণ লোক-সমাজে রয়েছে পশ্চাদ্পদ ধ্যানধারণা, নানা ধরণের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস। আর্থসমাজিক অবহেলা, পীড়ন, শোষণকে এরা ভাগ্য বলেই মেনে নিয়েছে। এই অবস্থার প্রভাব এখানকার লোক-সংস্কৃতির উপরও পড়েছে। তাই এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিও অবহেলিত। উত্তরবঙ্গের এই অনগ্রসর জীবনধারায় লোক-সাহিত্য তার অনেকটাই আদিমতা নিয়ে বেঁচে আছে। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই জনগণের সাহিত্য অতীব আকর্ষণীয়। আমাদের আলোচ্য 'লোকনাটক' এই প্রবহমান ধারারই বর্ণময় প্রকাশ।

লোক-সংস্কৃতির একটি অঙ্গ হল লোকনাটক।এই লোকনাটক অভিনয়ের শিল্পীরা হলেন গ্রামীণ লোক-সমাজের মানুষ। তাঁরা লোকনাটকের মাধ্যমে লোক-জীবনকে আনন্দ-রসে সিক্ত করে সামাজিক ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেন এবং সংবাদ পরিবেশন করে লোক-সাংবাদিকতা(Folk Journalism) করেন। দেশীয় সামন্ততন্ত্র, ইংরেজ ধনতন্ত্র, আধা সামন্ত তান্ত্রিক শক্তি লোকায়ত উত্তরবঙ্গের সমাজকে অশিক্ষা, অবিদ্যা, অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখে দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছিল এবং লোক-মানসকে বিষাক্ত করে তোলার চেষ্টা করেছিল। এরই বিরুদ্ধে লোকশিল্পীরা দাঁড়িয়ে মানুষের আত্মিক জীবনকে রসসিক্ত ও মুক্ত রাখার চেষ্টা চালিয়েছেন। এখনও লোকনাটক লোকায়ত জীবনকে সামন্ত তান্ত্রিক,ধনতান্ত্রিক বিষাক্ত বাতাস থেকে রক্ষা করে চলেছে।

উত্তরবঙ্গের লোকনাটক চিত্তাকর্ষক। উত্তরবঙ্গের এমন কোন গ্রাম নেই যেখানে লোকনাটকের আসর বসেনি। বায়না বা নায়েক প্রথা এখানে নেই। কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসবকে কেন্দ্র করে বা শীতকালে ফসল কাটার পর মনের সাধ আহ্লাদ মেটাতেই এই নাট্যপালা অভিনয় হয়ে থাকে। কোচবিহার জেলায় লোকনাটকের সাধারণ নাম 'পালা'; জলপাইগুড়ি জেলায় লোকনাটকের সাধারণ নাম 'ধামগান' বা 'পালাটিয়া' বা 'পাঁচাল'; উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এর নাম 'খনগান' বা 'খন'; মালদহে একে বলে 'পালা' বা 'খেল'; দার্জিলিঙের সমভূমি অঞ্চলে বলে 'নটুয়া'।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে লোকনাটকগুলোকে তিন শ্রেনীতে ভাগ করা হয় — ধর্মাশ্রয়ী, লোক-কাহিনী আশ্রয়ী ও ও সামাজিক।

ধর্মাশ্রয়ী কাহিনীগুলোর মধ্যে মানবিক দিক থেকে মানব-রসে ভরপুর পালাকেই বেছে নেওয়া হয়। কোচবিহারের কুশান পালা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের দূর্গাবলী, চন্ডীয়ালা, মালদহের গম্ভীরা, জলপাইগুড়ির মান পাঁচালের কিছু পালা ধর্মাশ্রয়ী। কিন্তু গম্ভীরায় দেবকাহিনী ও লোক-কাহিনী ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে।

লোক-কাহিনী ভিত্তিক লোকনাটক কোচবিহারেই বেশী। যেমন. বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী, মদনকুমার-মধুমালা, করিমবাদশা, ধনপতি সদাগর, রূপধনকন্যা, ভাগ্যধর, সন্ধ্যাবতীর বনবাস, মরীচমতী কন্যা ইত্যাদি। সামাজিক কাহিনী নিয়ে রচিত লোকনাটকের আধিক্য উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় দেখা যায়। সেখানকার বুধোসরী, বুলোসরী,নয়ানসরী, মায়্যা বন্ধকী পালাগুলোর কাহিনী সামাজিক।

জলপাইগুড়ি জেলার ধামগানের খাঁস পাচাল সামাজিক লোক-কাহিনীকে ভিত্তি করে রচিত হয়। যেমন,চিন্তাসরী পালা।খাস পাঁচালেও দেখা যায় সামাজিক কাহিনী অবলম্বন করতে ।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত লোকনাটকের প্রকারভেদ নিম্নরূপ:—

কোচবিহার জেলা : এই জেলার লোকনাটকগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায় — কুশান ও দোত্‌রা পালা।

কুশান পালার কাহিনী মূলতঃ পৌরানিক বা ধর্মমূলক। যেমন, লবকুশ, দানবীর হরিশচন্দ্র, লক্ষণের শক্তিশেল, রাম বনবাস ইত্যাদি। রামায়ণের কাহিনীমূলক নাটককে রাবাণ বা আবান পালাও বলা হয়। কুশান পালা অভিনয়ের সময় মূলের (মূলগায়ক বা গীদাল) হাতে থাকে বেনা বা বীণা। মূলের সঙ্গে থাকে দোয়ারী। চারজন ছোক্‌রা থাকে; এরা ছেলে কিন্তু মেয়ে সাজে। ছোক্‌রারা নেচে নেচে গান গায়। খোল বাদক, করতাল-হারমোনিয়াম বাদক, মঞ্জুরা বাদক ইত্যাদি নিয়ে দলে মোট ১৪/১৫ জন লোক থাকে। মূল গায়ক বা 'গীদাল' পালাটি গেয়ে যায়। দোয়ারী অভিনয় করে, হাসায় কাঁদায়। আগে চরিত্রাভিনেতা ছিলনা। এখন মাঝে মাঝে বিভিন্ন চরিত্র এসে আসরে অভিনয় করে। হরিস্মরণ আর বিলাসকলার সমবায়ে এই সব গ্রামীণ পালা ব্যাপকার্থে লোকনাটক।

দোত্‌রা পালা লোক-কাহিনী ভিত্তিক। এই পালার মূলের হাতে থাকে দোত্‌রা যন্ত্র। বাকী সকল আভরণ যন্ত্রপাতি কুশান পালার মতই। দোত্‌রা পালায় দুবুলাবালী, মরিচমতী কন্যা, বিশ্বকেতু-চন্দ্রাবলী,মদন কুমার-মধুমালা, রূপধন কন্যা, গুঞ্জরা বিবি, করিম বাদশা, চোখা ঠগ ইত্যাদি কাহিনী আছে। পালার শুরুতে আসর বন্দনা হয়। দৈব বিশ্বাস, অলৌকিক কাহিনীও এসকল পালায় কিছু পরিমাণে যুক্ত হয়।

জলপাইগুড়ি জেলা : এই জেলার লোকনাটককে 'ধামগান' বা 'পাঁচাল' বা 'পালাটিয়া' বা মোখাখেল বলা হয়। নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মানুষ দেবস্থানে সমবেত হত। তখন সেখানে চলত লোকনাটকের অভিনয়। ধর্মকাহিনী নিয়ে এই লোকনাটক গুলো অভিনীত হত। ক্রমে এই সকল লোক নাটক ধর্মের গন্ডী পেরিয়ে এল বটে, কিন্তু তার নাম বদল হলনা। ধামগানকে 'পাঁচাল' বা 'পালাটিয়া' বা 'মোখা খেল' বলা হয়। কিন্তু 'মোখা খেল' মুখোস সহ অভিনয়ের ধারা থেকে এসেছে। ধাম গান কাহিনীর গাম্ভীর্য ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত — মান পাঁচাল, খাস পাঁচাল ও 'রং পাঁচাল'। পুরাণ বা ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে যেসব নাটক মানী ব্যক্তিদের সামনে উপস্থাপিত করা হয় সেগুলোকে মান পাঁচাল বলা হয়। কল্পকাহিনী নিয়ে রচিত হয় রং পাঁচাল; এতে বাস্তবতার ছোঁয়া থাকে। লৌকিক কাহিনী নিয়ে রচিত হয় খাসপাঁচাল। মান পাঁচাল লোকনাটকের কয়েকটি হল — হরিদাস ঠাকুরের পালা, মীরাবাঈ, কবিশ্বরী পালা, গেউরীয়া কন্যার পালা, ভেস্তেশ্বরী পালা, ফাঁকতাল, আজলজলা পালা। খাসপাঁচালের কয়েকটি হল — চিন্তাসরী পালা, মেনকাশ্বরী পালা, সতী কইনার পালা, জবেদা মার্ডর, লতিফজেগুন, বিহাই বিহাইন। রং পাঁচালের কয়েকটি হল— সংসার গোপীর পালা, হালুয়া-হালুয়ানী, পুষ্পমালা-কাঞ্চণমালা, গুলাপীশ্বরী পালা, নলুয়া-নলুয়ানী, চোর-চোরনী।

ব-খেলা ও নটুয়া পালা জলপাইগুড়িতে পাওয়া যায়।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা (প্রাক্তন পশ্চিম দিনাজপুর জেলা) : এই জেলা দুটি কয়েক বছর আগেই একটি জেলা ছিল। বর্তমানে দুটি হলেও উভয়ের লোক-নাটক ঐতিহ্য একই। এই জেলা দুটির সর্বাধিক পুষ্ট ও জনপ্রিয় লোকনাটককে খন গান বা খিসা বলা হয়। লৌকিক কাহিনী নিয়ে এই নাটক গুলো রচিত হয়। সামাজিক প্রেম, বঞ্চনা, অবিচার, ব্যভিচার ইত্যাদি কাহিনী গুলোর বিষয় বস্তু হয়। এই খন গানে চারটি চরিত্রের প্রাধান্য থাকে। এই জেলা দুটোর 'ব খেলা' ব্রতের গানের মতই লোক নাটক। এখানকার ' জলমাঙ্গা' পালায় ব্রতের নাট্যরূপ ফুটে উঠেছে। এই জেলা দুটোতে 'গামীরা' প্রচলিত আছে। এই 'গামীরা' মালদহের 'গামীরা' থেকে ভিন্ন। এখানে রামায়ণ মহাভারত নিয়ে নাটক ও আলকাপ প্রচলিত রয়েছে। খন গানের কাহিনী অনুযায়ী একে দুভাগে ভাগ করা হয় — খন (খিসা) ও খন (শাস্তোরী)। পার্থিব প্রেমের সামাজিক প্রতিচ্ছবি নিয়ে রচিত হয় খন (খিসা) এবং ধর্মীয় আদর্শ বা উপদেশমূলক সামাজিক শিক্ষাদানের জন্য রচিত হয় খন (শাস্তোরী)। ব্রত উপলক্ষ্যে বা ব্রতের জন্য রঙ্গাভিনয়কে বলা হয় 'ব খেলা'। কোন আচার কৃত্য (Ritual) নিয়ে রচিত খনকেই বলা হয় 'ব-খেলা'। কিছু খন গানের পালার সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খন পালার নাম দেওয়া হল —

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা :

কুশমন্ডী থানা : আইশা বিবি; চল পড়িবা যাই; গাজাং পলিয়া লালঠিয়া তুরুক; নলুয়া মার্ডার; আড়ি-হাজি; তুফানসরী; বিলাত বাউদিয়া; সাইকেলসরী; বিলাত মার্ডার; ঢাকোসরী; সুমিতা যোগীর গান;

উত্তর দিনাজপুর জেলা :

রায়গঞ্জ থানা : পয়মালসরী; বিনোদ বাসন্তী; চায়নাসরী; হাইলিং মার্ডার।

চোপড়া থানা : জুলুম জমিদার; বৌদির সংসার; হাজী সাহের দুষ্ট নীতি; ঘুটকিয়া মেম্বার; অসভ্য চেয়ারম্যান; পাতিসরী বাগান বাউদিয়া;

কালিয়াগঞ্জ থানা : ব্রহ্মসরী; বুলসরী; লতিফাসরী; রুমালসরী; বাদিয়া-বাদিয়ানী; কালুয়া-আমেনা; কারেনসরীযম বাউদিয়া; জামাল উদ্দীন খাঁর ফাঁসি; নয়ানসরী; মায়াবন্ধ বী; টিকিকাটা গোসাই;

ইসলামপুর থানা : অমাবস্যা-পুর্নিমা ; ন্যায়-অন্যায়; সর্বহারা; মুক্তিমালা; বৌদির চক্রান্ত; সতী হেবলা; ভাই ভাই মমতা; মালদহ জেলার গাজোল থানায় কয়েকটি খন পালার সন্ধান পাওয়া গেছে — ব্রহ্মসরী; হাগড়ু-ভাদ্রী পালা; সতীনামোর খন; স্বাক্ষরতার পালা।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার উল্লেখযোগ্য ব-খেলা হল — বিষহরির -ব' এবং 'হালুয়া-হালুয়ানী'।

মালদহ জেলা : এই জেলার লোকনাটক গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—গম্ভীরার গান, আলকাপ, ডোমনীগান, বোলবাহি গান, ভাজোইগানের পালা বা মেয়েদের গম্ভীরা, খন গান, নটুয়া পালা গান, ছাইছুঁই। গম্ভীরা গানের বিষয়বস্তু হল শৈব-সূর্য-ধর্মঠাকুর প্রভাবিত সমাজ সচেতনতা মূলক। এর কুশীলবগণ সমাজকে সমালোচনা করেন অভিনয় ও গানের মাধ্যমে। আসর সাজিয়ে অনুষ্ঠান হয়।

আলকাপ হল ব্যঙ্গবিদ্রুপাত্মক নাট্যপ্রহসন। গম্ভীরার মতই আসর সাজিয়ে অনুষ্ঠান হয়। আসর বন্দনা, ছোকরার

নাচ ও গান ছড়া গান, কাপ বা প্রহসন, পালাভিনয় এই আঙ্গিকে আলকাপ লোকনাটক পরিবেশিত হয়। আলকাপের পালাগুলো ঐতিহাসিক, সামাজিক, পৌরাণিক যে কোন একটি কাহিনী নিয়ে তৈরী হয়।

শিবের আহ্বানমূলক আচার-অনুষ্ঠানধর্মী একটি পর্যায় হল বোলবাহি গান গম্ভীরা পর্বের তৃতীয় দিনের গীত হল বোলবাহি। এই গান বর্তমানে কোথাও প্রচলিত নেই।

ভাজোই গানের পালা বা মেয়েদের গম্ভীরাও বর্তমানে প্রায় অবলুপ্তির পথে। নারীদের সৃষ্টিমূলকতার নিদর্শন হল ভাজোইগানের পালা।

গম্ভীরা শব্দের অর্থ উপাসনাগৃহ। গম্ভীরাকে কেন্দ্র করেই গম্ভীরা লোকনাটকের উদ্ভব ঘটেছিল।

ছাইছুঁই সাধারণত খোট্টাভাষায় গীত হত। বিহার সীমান্ত ঘেঁষা মালদহে খোট্টাভাষায় ধর্মের আবরণ মুক্ত প্রাত্যহিক জীবনে সংগঠিত ছোটখাট সামাজিক সমস্যার খন্ডিত রূপকে নিয়ে এক গম্ভীরা মন্ডপ থেকে এক গম্ভীরা মন্ডপে ঘুরে গীত ও অভিনীত লোক-আঙ্গিকটিকেই ছাইছুঁই বলাহয়, অনেকে মান করেন ডোমনী ও আলকাপের এটি আদিরূপ। বর্তমানে ছাইছুঁই অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

খনগান মালদহের পার্শ্ববর্তী জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরে বহুল প্রচলিত। সেখান থেকেই প্রভাবিত হয়ে এ জেলাতেও খন গানের দল গড়ে ওঠে ও গান অনুষ্ঠিত হয়। নটুয়া পালা ও উত্তর দিনাজপুরের পার্শ্ববর্তী দার্জিলিং জেলার সমতল অঞ্চলে প্রচলিত, তাছাড়া দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন জেলায়ও এর বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে।

মালদহের সর্বাধিক পুষ্ট লোকনাটক হল গম্ভীরা, আলকাপ ও ডোমনী।

দার্জিলিং জেলা :

এই জেলার সমভূমি অঞ্চলে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক 'নটুয়া পালা' ও 'চন্দ্রদেবীর গান' প্রচলিত রয়েছে।

উত্তর বঙ্গের লোকনাটকগুলো আশ্বিন মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। আগে এই নাটক রাত ৯/১০ টায় শুরু হত এবং সারারাত ধরে চলত। বর্তমানে এর সময়সীমা অনেক কমেছে; কোথাও ২/৩ ঘন্টা আবার কোথাও দেড়-দু ঘন্টার মধ্যে নাটক অভিনীত হয়। এর কারণ আগে যাতায়াতের সুবিধা ছিল কম, লোকালয় ছিল দূরে দূরে, তাই রাত্রিতে যাতায়াতের পথ ছিল বিপদসংকুল। বর্তমানে সে অবস্থা নেই বলেই লোকনাটকের সময়সীমা কমেছে। তবে বিভিন্ন দল বিভিন্ন ভাবে পরিবেশন করে এবং আসর বুঝে পালার স্থায়িত্ব বাড়ে বা কমে। কারণ এই নাটকের সংলাপ তাৎক্ষণিক ভাবে রচিত হয় বলেই সময় বাড়ানো কমানোর সুযোগ থাকে। লোক নাটকগুলোতে আঞ্চলিক বাক্‌রীতির প্রয়োগ হয়। সংলাপ গদ্যে ও গানে মেশানো থাকে। নাটকের মূল কাহিনীর মধ্যে মধ্যে রসিক চরিত্রটি (বতেয়া/দোয়ারী/রসিয়া) ঘটনার সঙ্গে সংগতিবিহীন গানও পরিবেশন করে থাকে। এইসব গানকে 'ফাঁস' গান বা 'খোসা গান' বলাহয়।

উত্তর বঙ্গের লোক-জীবনে কেন্দ্রীয় নাগরিকতার প্রভাব এখনও অনেক কম। সামাজিক মন্থরতা ও রক্ষণশীলতার জন্যই বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তরবঙ্গের লোকনাটক অনেকটাই অবিকৃত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন — "যথার্থ গ্রামীণ লোকনাটক বলতে যা বোঝায় তা এখনও উত্তরবঙ্গেই আছে।" (১)

ক্ষেত্র সমীক্ষা করতে গিয়ে কিছু কিছু তথ্য জানা গেছে। তার মধ্যে জানা গেছে, কতগুলো লোকনাটক লুপ্ত হয়ে গেছে; যেমন — মালদহের বোলবহি, ভাজোইগানের পালা বা মেয়েদের গম্ভীরা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের 'ব-খেলা', জলপাইগুড়ির 'মোখাখেল' প্রভৃতি। বিভিন্ন জেলার বয়স্ক প্রবীণ ব্যাক্তিদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গেছে যে কিছু কিছু লোক-নাটক একসময়ে একাধিক জেলায় প্রচলিত ছিল; বর্তমানে ক্ষেত্রসমীক্ষা চালিয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তার ভিত্তিতেই জেলা ভিত্তিক লোকনাটকের বিভাজন করা হয়েছে।

সর্বোপরি বলা যায়, উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য বিদ্যমান বলেই এখানকার লোকনাটকের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা সহজ হবে।

তথ্যসূত্র :

(১) 'চতুষ্কোন' (বৈশাখ, ১৩৮৩) পত্রিকা।